বাড়ীতে যা
করতে
পারো

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :: ১৯৫৬

মূল্য—এক টাকা মাত্র

অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীঅশোককুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এবং ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও হইতে শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

কি কি যন্ত্র ও জিনিষ চাই ঃ
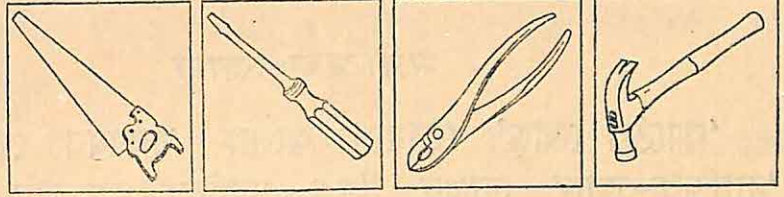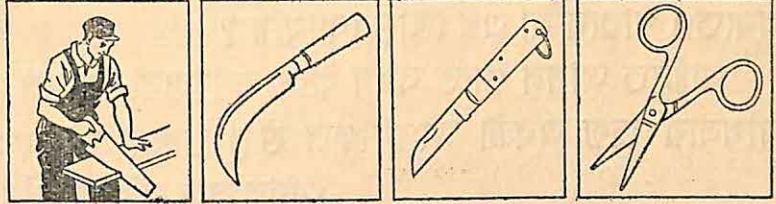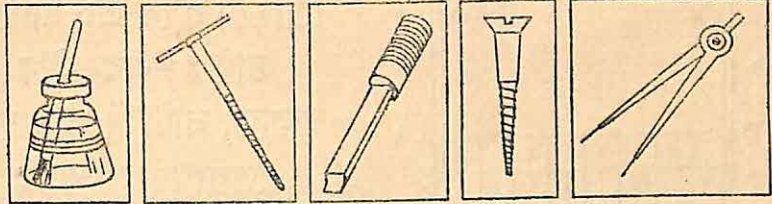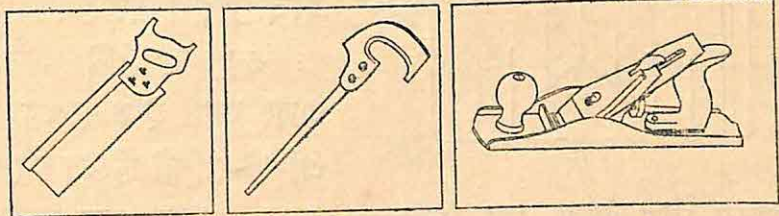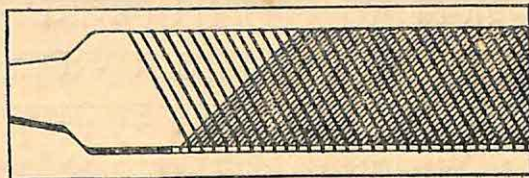
ম্যাজিক-জোড়

'কাঠের জোড়' তোমরা অনেক রকমের দেখেছ কিন্তু 'ম্যাজিক-জোড়' দেখেছ কি? ম্যাজিক জোড় নামটা অবশ্য আমার নিজের তৈরী। এই জোড়ের কৌশলটা এমনই যে, কেউ ধরতেও পারবে না এর জোড় কোথায়?

মাটিতে আসন পেতে ব'সে যাঁরা ধর্মপুস্তক পড়েন তাঁদের বই রাখবার জন্য একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা চাই। ধরা যাক্, এটার নাম পুঁথি-দানী। পুঁথি-দানী তৈরী হয় কাঠ দিয়ে এবং তার জোড়টা হ'চ্ছে এই ম্যাজিক-জোড়।

চাইঃ এক ইঞ্চি পুরু তক্তা, করাত, বাটালী আর হাতুড়ী।

তৈরীর কৌশলঃ এক ইঞ্চি পুরু কাঠ নাও। কাঠটির দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের দেড়গুণ।

ধর কাঠটি বার ইঞ্চি লম্বা এবং আট ইঞ্চি চওড়া। কাঠটির এপিট-ওপিট উভয় দিকে এক ইঞ্চি করে দাগ দিয়ে 'গ' চিহ্নিত অংশ, ওটার পুরু অংশের (১") ছ চিহ্নিত স্থানের মত কোণাকুণি পেন্সিলের দাগ দাও।
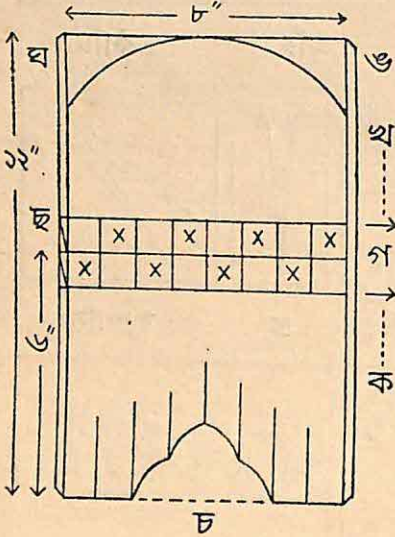
'গ' অংশটি বাদ রেখে ক ও খ অংশের ১" পুরু কাঠকে দাগ দিয়ে আধ ইঞ্চি মাপে সমান দু' অংশে করাত দিয়ে চিরে নাও। খ অংশের দু' প্রান্ত (ঘ ও ঙ) গোল করে কেটে দাও।

ক অংশেরও চ অংশটিতে (গোড়ায়) ছবির অনুরূপ কেটে নিতে হবে।

এইবার মাঝখানের 'গ' অংশকে এক ইঞ্চি আন্দাজ বে-জোড় অংশে (৯টি অংশে) উভয় পিঠে এক ঘর অন্তর বাটালী দিয়ে খাঁজ করার মত কেটে যাও।

এইভাবে পুঁথি-দানী তৈরী হবে। ওর জোড়টা হবে গ অংশে কিন্তু জোড়টা কিভাবে হ'ল তা ধরা খুবই শক্ত হবে, যিনি তৈরীর কৌশল জানেন না তাঁর কাছে।

জিনিষটার কৌশল অদ্ভুত, এটা কাজেরও বটে। অথচ তৈরী করা খুবই সহজ।

দড়ির কাজ

বাজার করা থলে ঃ
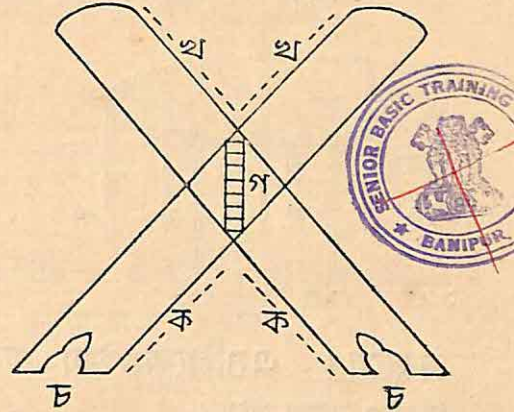
বাজারে রঙিন দড়ি কিনতে পাওয়া যায়। এই দড়ি দিয়ে সুন্দর বুনানী করে থলে তৈরী করা কঠিন নয়। বলা বাহুল্য, এই সব হাতের কাজ কেবল লেখা ও ছবির দ্বারা পরিষ্কারভাবে সব সময় বুঝানো কঠিন। সেজন্য হাতে-কলমে ওটা শিখতে হয়,

অর্থাৎ নিজে করব বলে কাজ আরম্ভ করলে সে কাজটা আটকে থাকে না। হাতের কাজ প্রথম প্রথম পরিষ্কার নাও হ'তে পারে ; তাতে নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নেই।

অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ি দিয়ে একটা আংটার মত তৈরী করে তার সঙ্গে যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় প্রভৃতি বুনানী করতে হবে ১, ২, ৩, ৪ প্রতি জোড় দিয়ে।

চিত্র থেকে বুঝা যাবে, থলেটির নীচের অংশ আলগা দড়ি দিয়ে করলে বেশ সুন্দর দেখাবে। এগুলিকে ইচ্ছা করলে আলাদা আলাদা রঙের দড়ি দিয়েও করা যায়।

থলিটির মুখ বন্ধ করবার সময় ডান হাত দিয়ে আংটাটা ধরে বাঁ-হাত দিয়ে বুনানীর আংটাগুলিকে ঠেলে দিলেই মুখটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই থলি দেখতে সুন্দর, টিকসই এবং দোকানের জিনিষ-পত্র এতে করে সহজেই নেওয়া যায়। অবসর সময় শিল্পীরা এ কাজ করে অর্থ উপার্জনও করতে পারেন।

বাঁ-হাতের আঙ্গুলের মধ্যে কি ভাবে দড়ি থাকবে ঃ

ঘ কে তর্জনী ও মধ্যমার ভিতরে

খ কে মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে

ঘ কে কণিষ্ঠার পর গ র কাছে

গ কে ঘ র (তর্জনী ও মধ্যমার জায়গার মধ্যে)

ঘ কে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মাঝখানে
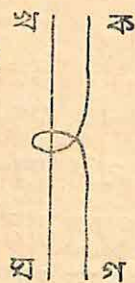
তারপর—ঘ কে গ র কাছে
গ কে থ র কাছে

এইভাবে অঙ্গুষ্ঠে অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুলে যে গিট পড়লো তার ভিতর দিয়ে A কে নিলাম। হাত থেকে দুধারে সমান করে টানলে চৌকোণা গিট পড়লো।

তারপর ঐ গিটটিকে সর্বদা বুড়ো আঙ্গুলের নীচে রেখে এবং সমান সংখ্যক দড়ির জোড় (১, ২, প্রভৃতি) নিয়ে ছবি অনুযায়ী বুনানী দিতে হবে ঃ

ছ ও জ এর ২, ৩ নিয়ে এক করলাম। ৪ কে ২, ৩ এর নীচে দিয়ে নিলাম। ১ ওর নীচে পড়ে থাকলো। ১ কে তুলে ৪ এর গোড়ায় যে আংটার মত হ'য়েছে ওর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে আনলাম। ৪ আর ১ টানলাম। উপরে একটা ফাঁস মত হ'ল। এইবার ৪ কে ১, ২ এর তলা দিয়ে নিয়ে দুই আঙ্গুলের মধ্যে আংটার মত করে চেপে ধরলাম। ৩ কে ৪ এর ঐ ফাঁসের ভিতর দিয়ে ৩, ৪ টানলাম তাতে একটা ফুলের মত তৈরী হ'ল।

এই ভাবে প্রথম বুনানীগুলি পর পর ছ, জ, ঝ, ঞ এই ভাবে করে পরে ২য় লাইনে একের ডান-দিকের দুটি জোড় (১, ২, ৩ প্রভৃতি) ও দুয়ের বাঁ-দিকের দুটি জোড় নিয়ে—আগের মত ফুল তৈরী করে গেলাম, মাঝে বরফির মত ফাঁক ফাঁক ঘর পড়লো।

—

কাগজের ফুল

ফুল দিয়ে মালা তৈরী করা আর কঠিন কি ? সূঁচ-সূঁতো নিয়ে ফুলের পর ফুল গেঁথে গেলেই ত হল।

না, কেবল ফুল গাঁথলেই মালা হয় না। কোন্ ফুলের পর কোন্ ফুল, কোন্ রঙের পর কোন্ রঙ মানাবে সেটাই হ'চ্ছে বড় কথা।

এখানে অবশ্য আমি সত্যিকারের ফুলের মালার কথা বলছি না। সত্যিকারের ফুলের মালা আর কতক্ষণ থাকে ? কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হবে এমন মালার কথাই আমি বলছি। আর সেটা সম্ভব হতে পারে রঙিন কাগজ দিয়ে।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলের কথাই ধর। এখন চন্দ্রমল্লিকা পাওয়া যায় না ; কিন্তু এই চন্দ্র-মল্লিকার মালাই যদি এখন তুমি করতে পার, তাহ'লে কেমন সুন্দর হবে বল দেখি।

তোমার পছন্দ মত কতকগুলি পাতলা রঙিন ও—সাদা, নীল, হলদে ইত্যাদি কাগজ বেছে নাও।

এইবার চার ইঞ্চি চওড়া ও আট ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি রঙিন পাতলা কাগজের ফালি নাও। তারপর এই কাগজগুলিকে লম্বার দিক দিয়ে ভাঁজ কর (ম), তারপর আবার ভাঁজ কর এবং আর একবার ভাঁজ কর (পাশের চিত্র)।
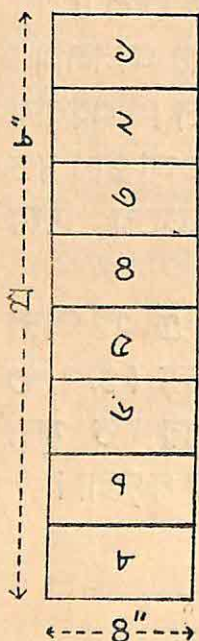
এখন কাগজটিকে চওড়ার দিকেও আর এক ভাঁজ দিয়ে নাও। এই ভাঁজের ডান দিকে (ক) কাঁচি দিয়ে খুব সরু সরু করে প্রায় অর্ধেকাংশ কাট। তারপর সব ভাঁজ খুলে দাও। দেখবে, কাগজের ফালিটির দুই মুখেই সরু সরু হ'য়ে কাটা হয়েছে।

এইবার ঐ ফালিটির একদিক থেকে (গ) সুঁচ-সুঁতো নিয়ে কুঁচিয়ে সেলাই কর (যেন সুঁচের মধ্যেই সব কাগজটা আসে)।
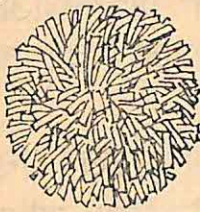
সূঁচটা টেনে বের করে নিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে সেলাইয়ের গোড়াটা ধরে ডান হাত দিয়ে শেলাইয়ের শেষ দিকটা স্ক্রু ঘুরানর মত ঘুরিয়ে নাও। দেখবে একটি ঐ কাগজের ফালিতে সুন্দর চন্দ্রমল্লিকা তৈরী হ'য়েছে।
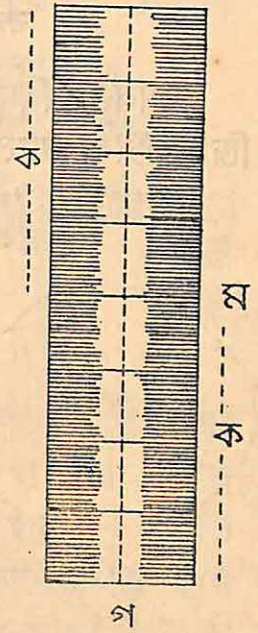
এই রকমে নীল, লাল, সাদা, হল্‌দে, সবুজ প্রভৃতি ফুল তৈরী করে, কোন্ রঙের পর কোন্ রঙ্ বসবে ঠিক করে, সুঁচ দিয়ে গেঁথে নিয়ে মালা তৈরী কর। ঐ মালায় দু'চার ফোঁটা আতর বা সেণ্ট দিয়ে নিলে আরও ভালো হয়।

প্রতিমূর্তির গলায় দিতে বা ঘর সাজাতে এই মালা বিশেষ কাজে লাগবে। এগুলি সহজেই তৈরী করা যেতে পারে এবং দেখতেও খুব সুন্দর হয়।
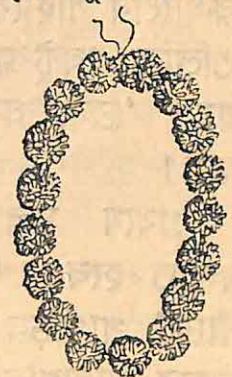
কাগজের 'পপি' ফুল গাছ ঃ

কোনও কিছুর নকল তৈরী করতে হলে সকলের আগে জিনিষটিকে ভালো করে দেখা দরকার।

কাগজের 'পপি' ফুলগাছ করতে হলেও চাই পর্যবেক্ষণ।

একটি 'পপি' ফুল গাছ দেখ। এর ফুল, কুঁড়ি, ডাঁটা ও পাতা এই চারটি অংশ আছে।
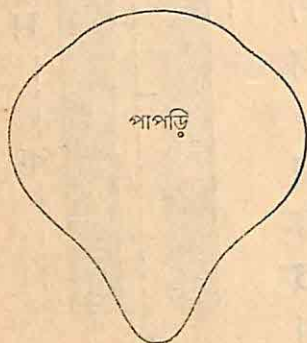
তৈরী করতে হলে চাই—আঠা, সরু তার, রঙিন পাতলা কাগজ, আর অল্প কিছু তুলো।

পপি ফুলের পাপড়িগুলি কি পাতলা! এই ফুল টক্‌টকে লাল, সাদা, বা গোলাপী হতে পারে। অনুরূপ রঙিন পাতলা কাগজ কেটে নাও। পেন্সিলে জড়িয়ে বা রুমালের সাহায্যে ঐ কাগজের প্রান্ত-গুলিকে একটু কুঁচকিয়ে নিলে ভালো হয়। 'ক্রেপ' কাগজ কিনতেও পাওয়া যায়।

প্রথমে ফুলটির পাপড়ি তৈরী করতে হবে। ছবি অনুসারে চার-পাঁচটি পাপড়ির কাগজ কেটে নাও। ফুলের মাঝখানটা করতে হবে—এক টুক্‌রো তুলো গোল করে নিয়ে ওটাকে ফিকে সবুজ কাগজ

দিয়ে মুড়ে নিয়ে, ফিকে কালো বা মেটে রঙের কাগজ ভাঁজ করে কাঁচি দিয়ে সরু সরু করে কেটে পাপড়ির মত কর। তারপর ওটার মধ্যে ঐ তুলোর গুলিটা বসিয়ে দাও। এই তুলোর গুটিটার ভিতর দিয়ে একটা সরু তার টেনে নাও। এইবার ফুলের পাপড়িগুলি আঠা দিয়ে এঁটে দাও। তারটিতে ফিকে সবুজ কাগজ জড়াতে হবে।
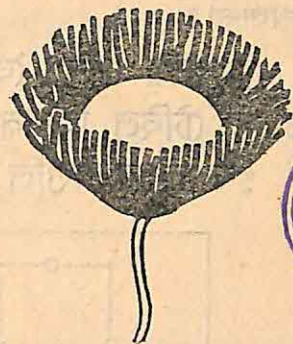
ছবির অনুরূপ পাতার কাগজও কেটে নাও। পাতাটির যেখানে যেখানে খাঁজ কাটা, তার নীচে চামড়ায় ফুল তোলা বা উল বোনা কাঁটা দিয়ে দাগ দাগ করে নিলে দেখতে ভালো হবে। একখণ্ড তারকে ঐ পাতার আকারে ভাঁজ করে নিয়ে সেই সংগে পাতার কাগজটি আঠা দিয়ে এঁটে নিলে ওটা বেশ শক্ত হবে।

পপির কুঁড়িগুলি ডাঁটার প্রান্তটি নিয়ে কেমন বেঁকে নীচের দিকে ঝুঁকে থাকে দেখেছ নিশ্চয়। কাগজের কুঁড়ি-গুলিও তারের একদিক বেঁকিয়ে করতে হবে। মেটে রঙের কাগজ দিয়ে কুঁড়ি হবে।

একটি পপিফুল গাছ দেখে তার কোথায় কি রঙ লক্ষ্য করতে হবে। তারপর সেই অনুসারে রঙিন কাগজ ব্যবহার করা দরকার।

খেলাঘরের আসবাব

খেলনা ঃ

পুতুলের খেলা বৈঠকখানা ঘর সাজাতে হলে চাই—সোফা, চেয়ার, টেবিল, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল এই সব।

খুব সহজে সেগুলি কি করে তৈরী করা যায় ?—এজন্য বিশেষ
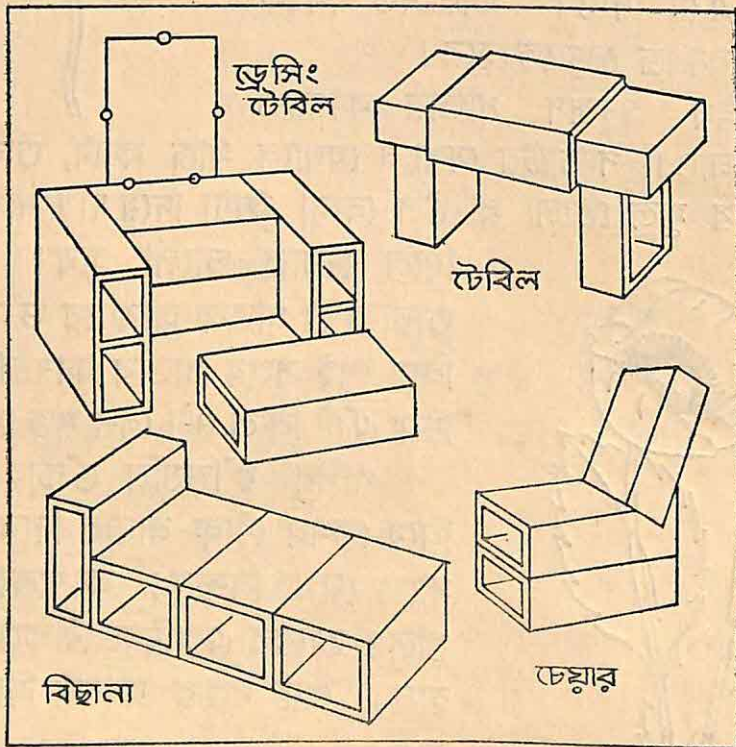
কিছু দরকার নেই, কেবল চাই দেশালাইয়ের কুড়ি-পঁচিশটা খালি বাক্স, কিছু গঁদের আঠা আর কিছু রঙিন পাতলা কাগজ।

ছবি অনুসারে দেশালাইয়ের বাক্সগুলি বসাও। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে পাতলা রঙিন কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে

নেওয়াও চলতে পারে। প্রয়োজন হলে (যেমন চেয়ারখানির ব্যাক) ব্লেড দিয়ে কেটেও নেওয়া চলে। সোফা করতে হলে বিছানাটির মতই করতে হবে—কেবল দু'ধারে হাতল আর ব্যাক তৈরী করা দরকার হবে।

কয়েকটি আসবাব তৈরী করলে আরও কত কি তৈরী করবার কৌশলটা নিজেরাই আবিষ্কার করতে পারবে।

টিনের খেলনা ঃ

খেলনা ভালোবাসে না এমন শিশু নেই। বড়রাও অনেক সময় খেলনার চাকচিক্যে মোহিত হয়। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে বৃদ্ধ বয়সেও তার 'কাটুম-কুটুম' নিয়ে খেলা করতে দেখা গেছে।
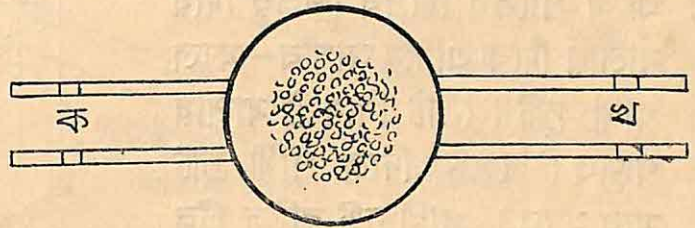
এখানে যে খেলনাটির কথা বলছি, এটা হ'চ্ছে পাখীর শস্য খাওয়া। টিনের হাতল দুটো টিপে ধরলেই পাখী থালা থেকে যেন শস্য খাচ্ছে বলে মনে হবে।
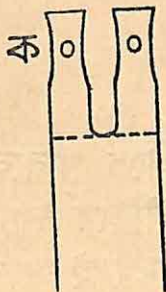
আবশ্যকীয় বস্তু ঃ কয়েকটি অব্যবহৃত পাতলা ও সরু টিনের টুক্‌রো।

প্রথম চিত্রানুযায়ী একখানি টিনের পাতের মাঝখানে একটা ছোট্ট থালার মত করে কাট। এর ক খ দুই প্রান্তে থাকবে দুটি পাখীর পা কাঠি দিয়ে আঁটা।

পাখীর পা হবে পার্শ্বের চিত্র অনুযায়ী এবং কাঠিটা (সরু লোহার শলা) হাতলের দুই প্রান্ত খাবারের পাত্রও পাখীর পায়ের ভিতর দিয়ে যাবে। ১ম চিত্রের ক স্থানে অর্থাৎ যেখানে কাঠিটি থাকবে সেখানে হাতলের (চ, ছ) দুই প্রান্ত যেন সহজে এগিয়ে আসতে ও সরে যেতে পারে এমন করে ছিদ্র করা থাকবে।
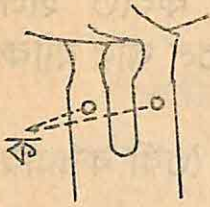
খেলনাটি তৈরী হ'য়ে গেলে চ, ছ হাতল ধরে টিপে দিলেই ওর ক, খ দুই মাথা খাবারের ক খ পাতের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে থালার দিকে এগিয়ে আসবে—ফলে পাখী দুটির ঠোঁট গিয়ে ঐ থালায় পড়বে। ছেড়ে দিলে পাখী দুটি সরে যাবে। পাখী দুটি রঙিন টিন দিয়ে তৈরী করলে আরও ভালো হয়।
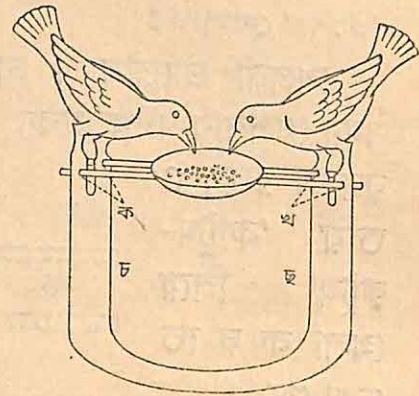
খেলনা মাল-গাড়ী

প্রতিযোগিতার খেলা ঃ

ছোট্ট এই মালটানা গাড়ীখানির পথ কেউ আটকাতে পারবে না—যতক্ষণ সে তার নির্দিষ্ট মাল-ঘরে মালটি না পৌঁছিয়ে দেয়! এই গাড়ী তার মালঘরে কেবল মালই পৌঁছিয়ে দেবে না, সেই সংগে তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'লে খেলাতে জিতেও যাবে!

খেলাটি খুব মজার নয় কি ?

কাঠ দিয়ে একখানা ছোট্ট গাড়ী কর। অন্য ভাঙ্গা খেলনা-গাড়ীর চাকা তাতে বসিয়ে নাও, বা কাঠ দিয়ে চাকা তৈরী কর। ক্যারাম বোর্ডের ঘুঁটি দিয়েও এই চাকা তৈরী হ'তে পারে।

একটা ঢালু 'বোর্ড'ও তৈরী করতে হবে। (ছবি দেখ) একখানি 'কার্ড বোর্ডের' চার দিকে খুব পাতলা কাঠের ফ্রেম করে

নিলেই ওটা তৈরী হবে। ৩/৪ ইঞ্চি × ৩/৪ ইঞ্চি × ১ ১/৪ ইঞ্চি কাঠের ফলক থেকে লুডোর 'ছক্কার' আকারে তিনটি 'প্যাকেজ' বা ছক্কা তৈরী কর। তার সব ক'টা দিকেই (ছয়টি তলেই) ছবি অনুসারে ১, ২, ৩ প্রভৃতি নম্বর দাও। তার আগে শিরিস কাগজ দিয়ে ছক্কাগুলিকে বেশ মসৃণ করে নাও।

ট্রাক বা মালটানা গাড়ীখানির সম্মুখে এক একবার একটি করে প্যাকেজ বা ছক্কা বসাও এবং ঢালু বোর্ডখানির উপর ঐ গাড়ী ছেড়ে দাও।

ট্রাকটি যখন মালঘরের সম্মুখের কাঠের সংগে ধাক্কা খাবে তখন ওটা নম্বর দেওয়া (২0, ৫0, ২0) তিনটি মালঘরের যে কোনও একটিতে ছিটকে পড়বে। এই ঘরের নম্বর (অর্থাৎ ২0, ২৫ ও ২0) ও ছক্কার যে দিকটা উপরে থাকবে তার নম্বর যোগ কর। ঐ ছক্কাটি যদি কোনও মালঘরের মধ্যে ঠিকভাবে না প'ড়ে পাশে পড়ে, তা'হলে মালঘরের নম্বরটি যোগ হবে না, কেবলমাত্র ছক্কার যে-দিকটা উপরে থাকবে, সেইদিকটাই ধরতে হবে।

এই ভাবে পর পর তিনবার ঐ ট্রাকটি ছেড়ে দিয়ে ছক্কা ও মালঘরের সংখ্যাগুলির মোট যোগফল কত হয় ঠিক করে রাখ।

তারপর তোমার প্রতিযোগীকে ঐ ট্রাক ছাড়তে দাও। তাকেও ঐভাবে পর পর তিনবার ট্রাকটি ছেড়ে দিয়ে ছক্কার নম্বর ও মালঘরের নম্বর যোগ দিতে হবে। যার যোগ-সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে সেই-ই জিতবে।

কোন জিনিষই অকেজো নয়

(বেলের খোলা ও নারকেল মালার কাজ) ঃ

কথায় বলে, যাকে রাখ সেই রাখে। অনেক জিনিষই আমরা অকেজো বলে ফেলে দিই। কিন্তু শিল্পীর হাতে পড়লে সেই অকেজো জিনিষই সুন্দর কাজের জিনিষ হ'য়ে দেখা দিতে পারে।

বেল খাওয়ার পর তার খোলা আমরা দূর করে ফেলে দিই। নারকেলের মালাটা বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকে লবণ রাখবার পাত্র বা উননের ভালো জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন; কিন্তু সহরে কাঁচ বা টিনের পাত্রের প্রাচুর্য থাকায় এবং কয়লার জ্বাল প্রচলিত থাকায় নারকেল মালার ব্যবহার একেবারেই অচল। অথচ এগুলি দিয়ে কত সুন্দর জিনিষই না তৈরী হ'তে পারে।

প্রথমে বেলের খোলার কথাই ধরা যাক্। বেলটিকে আছড়িয়ে ভাংলে তার খোলা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। সুতরাং তা দিয়ে কোনও কাজ হ'বে না। পাকা বেলটিকে হাত করাত দিয়ে প্রয়োজন মত দু'খণ্ড ক'রে কেটে নাও। তারপর ঝিনুক দিয়ে খোলার ভিতরের শাঁস তুলে নিতে হ'বে। এইবার খোলাগুলিকে গরম জলে কিছুক্ষণ সিদ্ধ ক'রে আঁচড়া দিয়ে খোলার উপরের পিঠের হল্‌দে অংশ তুলে ফেলা দরকার।

এখন চাই ছোট একটি তুরপুন। কাঠের মিস্ত্রীরা যে ভাবে তুরপুন চালিয়ে কাঠে ছিদ্র করে, সেইভাবে বেলের খোলার মধ্যে তুরপুন চালাতে হবে। এসব তুরপুন বিশেষ রকমের তৈরী হওয়া চাই। কারণ, কাঠে তুরপুন চালান হয় কেবল ছিদ্র করবার জন্য। কিন্তু বেলের খোলায় তুরপুন চালাতে হবে এক সংগে দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে—প্রথমতঃ তুরপুনের ফলায় ঐ খোলা থেকে পুঁতির মালার মত বের করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই সংগে ঐ পুঁতিতে ছিদ্রও হয়ে যাবে।

ছিদ্র করবার নিয়ম এইঃ বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে

খোলাটির ভিতরের দিকে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে খোলার ভিতর অংশে তুরপুন চালাতে হবে। তাহলেই তা থেকে পুঁতির মত সছিদ্র মালা বেরোবে। তারপর সুঁচ সুঁতো দিয়ে ঐ পুঁতিগুলি গাঁথলেই মালা হবে। অনেকে ভাবতে পারেন, এই মালা দিয়ে কি হবে। এক শ্রেণীর অনেক স্ত্রী-পুরুষ এই মালা গলায় ব্যবহার করেন। ছোট আয়না, কাঠের চিরুণী ও এই মালা অনেক ক্রিয়া-কর্মেও লেগে থাকে।
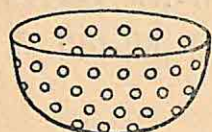
নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে এই ধরণের মালা প্রচুর বিক্রী হয়। অবশ্য, ওগুলি তুলসীর মালা বলে চলে কিনা তা আমার জানা নেই।

মালাত তৈরী হ'ল; কিন্তু যার থেকে তৈরী হ'ল সেই বেলের খোলাটা দিয়ে কি হবে? তুরপুন চালাবার পর পুঁতির মত মালাগুলি বেরিয়ে এলে ঐ খোলাটিতে দেখা যাবে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র।

ঐ খোলাটির কাণার দিকে পরস্পর বিপরীত মুখে দুটি বড় ছিদ্র করতে হবে। গোল কাঠির একটা দিক সরু করে নিয়ে
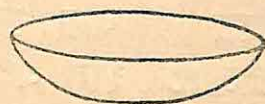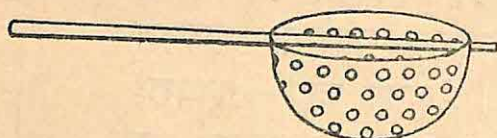
সেই সরু দিকটা ঐ খোলার বড় ছিদ্র দুটির মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে সুন্দর 'ছাকনী' তৈরী হবে। এতে মরচে পড়বার ভয় থাকবে না কোনদিন।

এইবার নারকেল মালার কথা বলা যাক। নারকেল মালার অতি সাধারণ ব্যবহারের কথা পূর্বেই বলেছি। এর সাধারণ ব্যবহার ঐ বেলের খোলার ছাক্‌নীর মতই। মালাটিকে বেশ পরিষ্কার করে নিয়ে ওর সংগে একটা বাঁশের গোল হাতল লাগিয়ে নিলেই সুন্দর 'হাতা' তৈরী হবে। দোকানীরা এটা দিয়ে অনেক রকম কাজ করতে পারেন।

নারকেলের মালার কাজ আমাদের দেশে বড় একটা না থাকলেও নারকেলের খোলের কাজ যথেষ্ট আছে। হুকোর কথাই বল্‌ছি। হুকোর খোল তৈরী বাংলাদেশের একটি বড় শিল্প। এই খোল তৈরীর মধ্যে কৃতিত্বও কম নেই। হুকো তৈরীর খোলটি ঝুনো নারকেলের হওয়া চাই। খোলটির মুখে একটি ছিদ্র করে (যেখানে নলচে লাগানো হবে) এক রকম বিশেষ আঁচড়া দিয়ে এর ভিতরকার শক্ত শাঁসটি তুলে ফেলতে হবে। তারপর খোলের উপর দিকটা খুব মসৃণ করা দরকার। গোল, ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা প্রভৃতি নানা আকারের খোল হ'তে পারে। আগেকার দিনের সৌখীন লোকে এই খোলের নীচের দিকটা রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে তামাক খেতেন।
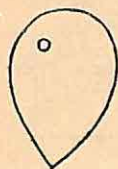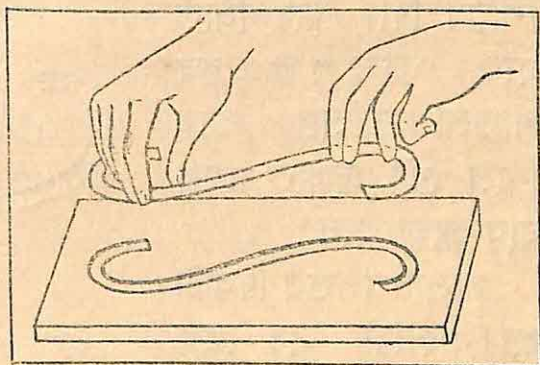
অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে এ রকমের লম্বা আকৃতির

নারকেলের মালা দেখতে পাওয়া যায়। আর এটা দিয়ে তাঁদের অনেক কাজ হয়।

এই ধরণের সিংগাপুরী মালা বা বাংলা দেশের বড় আকারের নারকেলের মালা থেকে অনেক কাজের জিনিষই হতে পারে।
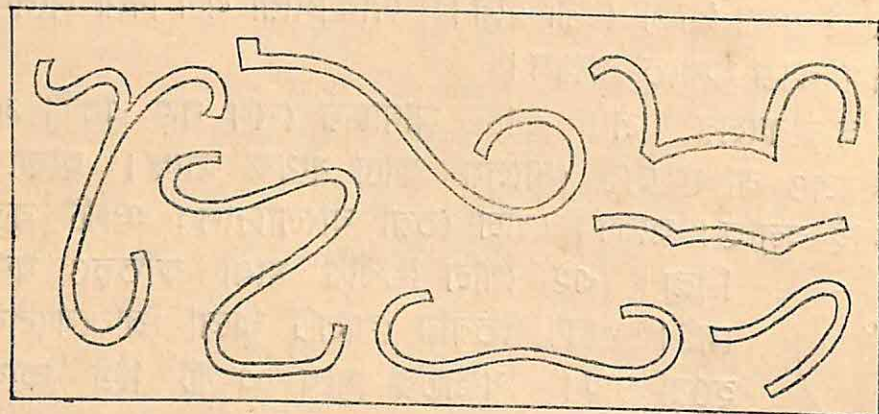
ওইরূপ মালার সংগে প্লাস্‌টিকের হাতল বা পা লাগিয়ে নিলে ওটা দেখতে অতি সুন্দর হবে। নারকেল মালাটির উপরের দিকটা খুব পরিষ্কার করে নিয়ে শিরিষ দিয়ে ঘষে নিতে হবে। তারপর খুব পাতলা পালিশ করে নিলে ওটা দেখতে বেশ ঝক্‌ঝকে হবে।
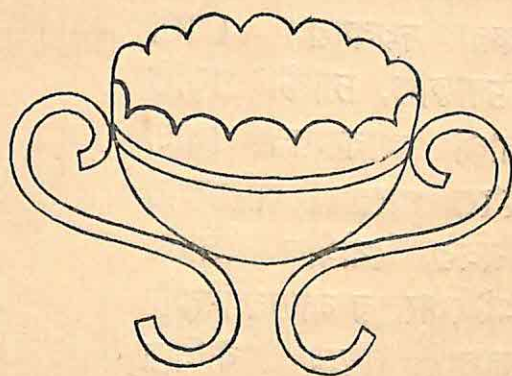
মালার ভিতর দিকটা যন্ত্র সাহায্যে ঘষে বেশ ঢেউ-তোলাও করা যায়। মালার কানাগুলিও ফাইল দিয়ে ঘষে কাঁসার বাটির মত ঢেউ-তোলা করা মোটেই কঠিন নয়।

মনে রাখতে হবে, এই মালায় বার্নিশ করা বা লাক্ষা অথবা মোম লাগাবার দরকার নেই। নারকেলের আস্ত খোল থেকে মালাগুলি তৈরীর সময় দা দিয়ে না ভেঙে হাত করাত দিয়ে ঐ খোল কাটা উচিত। মালাগুলির পরিপাটি করবার সময় ওগুলি যেন বেশ শুক্‌নো থাকে। প্লাস্‌টিকের ঝুলনী (Hanger), হাতল বা পা তৈরী করতে হলে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বচ্ছ প্লাস্‌টিকের ফালি (Strips) গরম করে কাঠের 'ফরমার' মধ্যে রেখে চাপ দিতে হবে। ঐ ফালিগুলি প্রয়োজন ভেদে বিভিন্ন আকারের হতে পারে।

তারপর মালাটির সংগে নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে প্লাস্‌টিকের ফালিগুলি নাট-বল্টু দিয়ে এঁটে নিলে সুদৃশ্য পাত্র তৈরী হবে।

কারুশিল্পে ডিমের খোলা

ডিমের খোলার মত এমন স্বাভাবিক মসৃণ জিনিষ আর কি আছে? এর রঙটিও দেখবার মত। তাই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ডিম। কিন্তু বুলবুল কি টুনটুনি পাখীর ডিমে ত' আর কারুকার্য চলে না। সে কাজ রঙিন ছিটেফোঁটা দিয়ে প্রকৃতিই করে দিয়েছে।

পাখীর মধ্যে অস্ট্রিচ পাখীর ডিমই সব চাইতে বড়। আফ্রিকায় একশ্রেণীর লোক আছে তারা বালুর ভিতর থেকে অস্ট্রিচ পাখীর ডিম সংগ্রহ ক'রে তার খোলাটাকে জলের কলসী

হিসাবে ব্যবহার করে। এর এক একটা ডিমের খোলায় প্রায় পাঁচ ছয় সের জল ধরে।

আমাদের দেশে যে সব ডিম পাওয়া যায় তার মধ্যে রাজহাঁসের ডিমই সব চেয়ে বড়। যাই হোক্, শিল্পীর প্রয়োজন অনুসারে বড় বা ছোট ডিমের খোলা ব্যবহৃত হ'তে পারে।

ডিমের উপর বিভিন্ন কারুকার্য করে ঘর সাজানো চলে।

ছবিগুলিতে ডিমের খোলার উপর কিভাবে কারুকার্য করা যায় তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। ডিমগুলিকে খুব করে সিদ্ধ
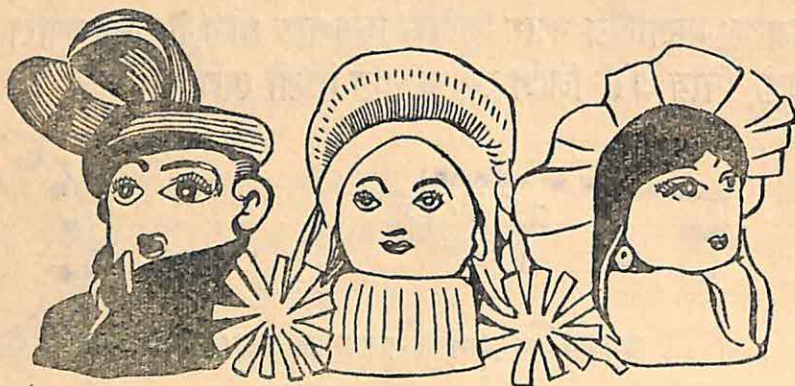
করে নিয়ে তারপর বিভিন্ন রঙ দিয়ে পোষাক পরাতে হবে। পোষাকগুলি সরু বুনানীর (নেট), ফেল্ট কাপড়, তুলা, লেস প্রভৃতি এঁটে নিলেই সুন্দর খেলনা তৈরী হ'বে।

ডিমের খোলায় আর এক রকম কারুকার্যের কথা বল্ছি। এগুলি কিন্তু সিদ্ধ করা ডিমের খোলা নয়। ভিতরের অংশটা সরু ছিদ্র-পথ করে বের করে ফেলে টাট্কা ডিমের খোলা দিয়েই এগুলি করা হ'য়ে থাকে।

প্রথমে ডিমের উপর নক্সা বা ছবি করে নিতে হবে। তারপর যে-সব জায়গা সাদা থাকবে সেখানে মোম লাগিয়ে নির্দিষ্ট রঙের মধ্যে ডুবিয়ে নিতে হবে। সে রঙটা হ'য়ে গেলে আবার মোম লাগিয়ে অন্য নির্দিষ্ট রঙে ফেলতে হবে।
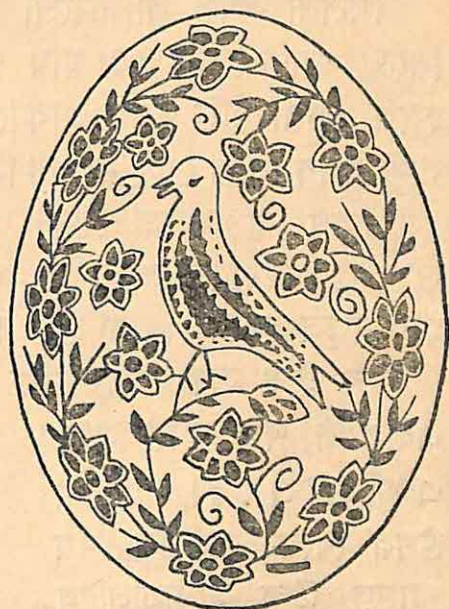
এইভাবে বার বার মোম লাগিয়ে রঙের মধ্যে ফেললে ডিমটিতে সুন্দর ছবি ফুটে উঠবে। শেষ রঙ্ লাগাবার পর গরম জলে সমস্ত মোম ঘষে মুছে ফেলতে হবে এবং খোলাটির উপর পাকা 'গ্লেজ' লাগিয়ে নিলে রঙ্গুলির আর কোন ক্ষতি হবে না।

এইভাবে একটি ডিম চিত্রিত করতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

সখের খেয়াল

(হাতের কাজ)

খেলনা তৈরী ঃ

খেলনা কার না ভালো লাগে? সেই খেলনা যদি আবার নিজের হাতে তৈরী করা যায় তা হলেত' কথাই নেই! নিজের হাতে তৈরী ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে, আর নিজের হাতে তৈরী বাঁশী যখন বেজে ওঠে—তখন কি মজাই না হয়!

প্রথমে কি খেলনা তৈরী করা যায়? ধনুর্বান? না! ওটা ত' সেই রামচন্দ্রের আমল থেকে চলে আসছে। খেলনা ধনুক হবে নতুন ধরণের। যা ইচ্ছা করলে পকেটে পুরেও নেওয়া যায়।

দশ ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া আর আধ ইঞ্চি পুরু একখানি শক্ত কাঠ নাও। ওর নীচের দিক থেকে ধরবার মত একটিহাতল কর। হাতলের উপর থেকে কাঠটির শেষ প্রান্তের ঠিক মাঝখানটায় বাটালী দিয়ে পোণে এক ইঞ্চি একটা ছিদ্র কর। তারপর গুলতিতে যেভাবে রবারের ফিতে বাঁধে ঠিক

সেইভাবে রবারের ব্যাণ্ড বা ফিতে বেঁধে নাও। এইবার তীর চালাও। অবশ্য তীরটির বেড় যেন সিকি ইঞ্চির বেশী না হয়।
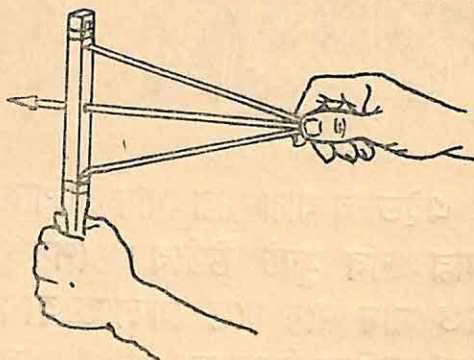
আর একটা মজার খেলনা তৈরী করবে? এটার নাম দাও খেলনা ম্যাজিক। একটি শক্ত কাগজ বা বাঁকানো যায় এমন

একখানি পোষ্টকার্ড নাও। এর একদিকে ডাইনে-বাঁয়ে দুইটি এবং তার উপর দিকে উপর-নীচে দুইটি ছিদ্র কর। পাঞ্চিং-যন্ত্রে এই ছিদ্র করা সহজ। তারপর একগাছি শক্ত সুতা দু'-ভাঁজ করে নাও। তার এক প্রান্তে থাকবে একটি ফাঁস। সুতার অপর প্রান্তে থাকবে তাসের মত আর একখানি শক্ত কাগজ (ছবি দেখ)।
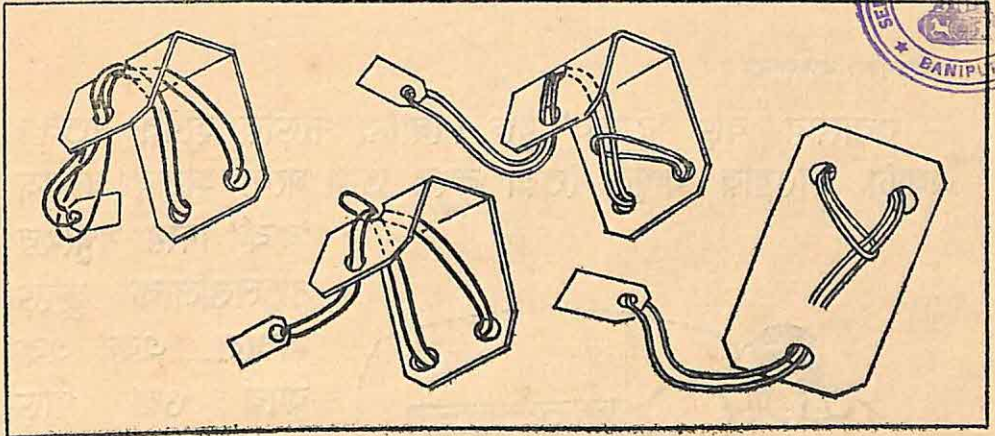
জিনিষ ত' তৈরী হল, এখন এর থেকে ম্যাজিক হবে কি করে? হাঁ, তাও হবে। কাউকে যদি বলা যায়, সুতাগাছটি খুলে দাও, সে কি পারবে? কি ক'রেই বা পারবে? সুতার এক দিকে ত' ফাঁস আঁটা। অপর দিকে তাসের মত অত বড় একখানা শক্ত কাগজ—কেমন ক'রে খোলা যায়?

এরও কৌশল আছে। কৌশলটা ছবির সংগে মিলিয়ে দেখে রাখ।

পেষ্ট বোর্ডখানি দুমড়িয়ে তারপর ফাঁসটিকে উপর-নীচে দুটি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিয়ে এসো এবং তারপর ঐ তাসখানি ফাঁসটির ভিতর দিয়ে বের করে আনলেই হ'য়ে গেল!

পেষ্ট বোর্ডটা দুমড়িয়ে নেবার সময় বন্ধুরা যেন টের না প্রায়। একটা চাদরের নীচে ফেলে কি পিছন ফিরে ওটা করে নিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পার।

খেলনা বন্দুক ঃ

রবারের বড় 'বালব' যুক্ত (মোটর গাড়ীর হর্ণের মতন) একটা হাওয়ার বন্দুক তৈরী করে তার মধ্যে হাল্‌কা কোন 'কর্ক' দিয়ে সম্মুখের পুতুলগুলিকে ছুঁড়ে মারলে এক এক করে ওরা পড়ে যাবে। কে কটা গুলিতে কজন সৈন্য মারতে পারে সেইটাই হবে খেলা।
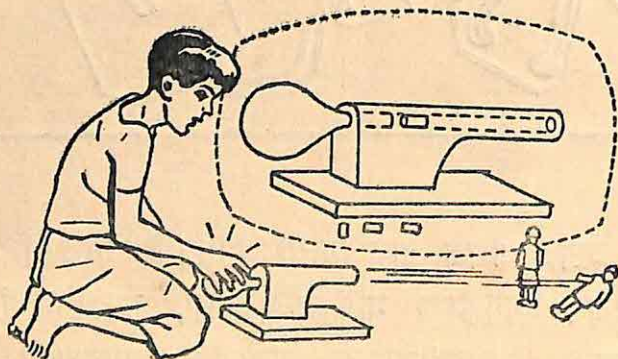
বাঁশের কঞ্চি দিয়েও এই ধরনের বন্দুক হয়। ফাঁপা বাঁশের নলের মধ্যে (পিচকিরীর মত) একটা কাঠি পুরে নাও। গুলি হবে ভিজে কাগজের টুকরো অথবা আসশ্যাওরা বা জিউলীর ফল।

রণ পা ঃ

বাঁশের গিটের উপর পা রেখে আগেকার দিনে বাংলার ডাকাতরা অল্প সময় দূরপথ ঘুরে আসতে পারত। দু'খানা
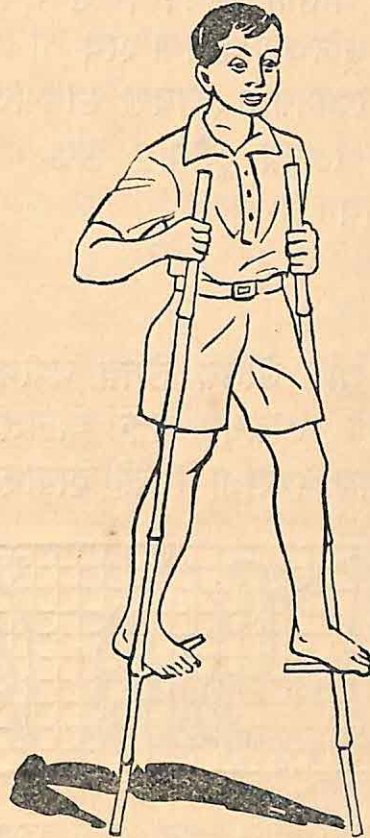
সরু বাঁশ নিয়ে এই রণ-পা তৈরী করতে হয়। মাটি থেকে তোমার মাথার সমান উঁচু দু'খানি সরু বাঁশ নাও।

মাটি থেকে হাত খানেক উঁচুতে ওর প্রত্যেক খানিতে একটা করে গিট থাকা চাই। (ছবি দেখ) এই দুটিতে রাখতে

হবে পা ; কিন্তু এতে পায়ে ফোস্কা পড়তে পারে। সেজন্য পিটের বাড়ন্ত কঞ্চিটায় ন্যাকড়া জড়িয়ে নিতে হবে। চলবার সময় দেহের ভার থাকবে হাতের উপর। প্রথম প্রথম এই রণ-পার সাহায্যে ছুটতে গেলে আছাড় খাওয়া সম্ভব ; কিন্তু একবার অভ্যাস হ'য়ে গেলে তার পর আর ছুটতে অসুবিধা হবে না।

অভ্যাস করলে তোমরাও (অবশ্য ডাকাতি করবার জন্য না হলেও) ব্যায়াম বা জোরে ছুটবার জন্য এই রণ-পা খেলনা তৈরী করে নিতে পার।

কাঠের খেলনা :

আধ ইঞ্চি পুরু প্লাই উডের উপর বর্গক্ষেত্র টেনে উট, কুকুর প্রভৃতি এঁকে নাও। তারপর সরু বাটালী দিয়ে ওটা কেটে নাও। দেখবে সুন্দর খেলনা তৈরী হয়েছে।
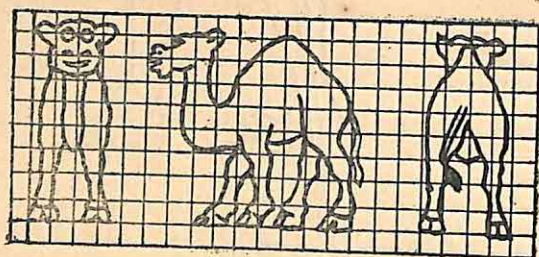
এর তলায় এক ইঞ্চি পুরু ছোট তক্তা এঁটে নিয়ে এবং রংচং করলে বেশ ভাল খেলনা পুতুল হবে।

হাতের কাজ

পাখীর ঠোঁট

পাখীর ঠোঁটটিকে একটা কাগজের খেলনা বললেও হয়। টিপে ছেড়ে দিলেই পাখীর মাথাটা হা ক'রে, আবার পরক্ষণে ঠোঁট বন্ধ করে—যেন খাই খাই কচ্ছে বলে মনে হবে!

এটা তৈরী করাও কঠিন নয়। এক টুকরা শক্ত কাগজ চাই—সাধারণ এক্সারসাইজ খাতার মলাট হ'লেও চলতে পারে।

প্রথমে ক খ গ ঘ (ধর ৮"×৮") কাগজখানাকে সমান দু-ভাঁজ করে নাও; (১ চিত্র) তা হলে ক খর সংগে এবং ঘ গর সংগে মিলিত হল এবং ঙ চ তে ভাঁজ পড়ল।
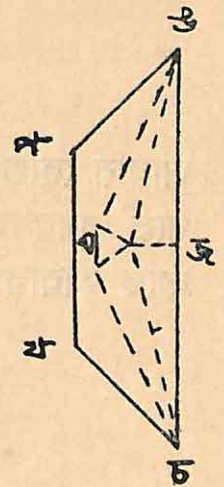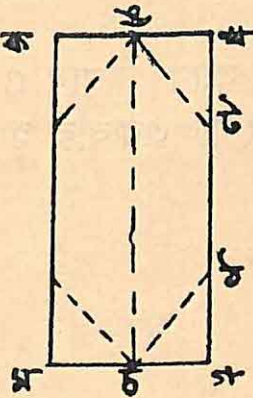
এইবার গকে চর উপর এবং খকে ঙর উপর আর এক ভাঁজ দাও। ঠিক এইভাবে উল্টো দিকে ক কে ঙর উপর এবং ঘ চয়ের উপর দিয়ে ভাঁজ কর।

আবার ঐ ঙ চ লাইনের উপর ঙ ট ঠ চ অংশ ভাঁজ কর। তা হলে দ্বিতীয় চিত্রের ঙ চ প খ পাওয়া যাবে। এইবার ঙ চ কে মধ্য বিন্দু জর ভিতর দিয়ে খাড়া ভাবে জ ক অংশ চিরে দাও। এখন আবার ঙ জ ও চ জ ভাঁজ কর। এই ভাঁজটা ফোঁটা চিহ্নে

যেমন ঙ জ ক ও চ জ ক ত্রিভুজ দেখানো হয়েছে সেইরূপ হবে। উল্টিয়ে অন্য ধারেও অনুরূপ ভাঁজ দাও।

এইবার (তৃতীয় চিত্রের) প ফ কে আঙুল দিয়ে টিপে
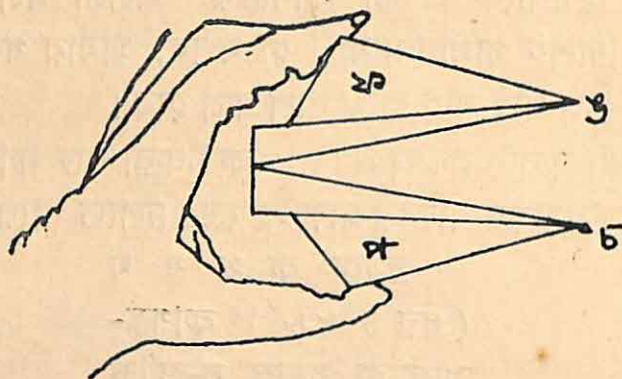
আবার ছেড়ে দিলে ঙ চ প্রান্ত একবার এক সংগে মিশবে ও পরে পৃথক হবে। তাতে মনে হবে পাখীটার ঠোঁট একবার হা কচ্ছে আবার মুখ বন্ধ কচ্ছে।

পেরিস্কোপ

ফুটবলের মাঠে খুব ভীড় হলে অনেকে পেরিস্কোপের সাহায্যে বাইরে থেকেও খেলা দেখে। এই পেরিস্কোপ তৈরী করা খুব কঠিন নয়।

পাতলা কাঠের বা কাগজের একটা চৌকা ও লম্বা বাক্স তৈরী
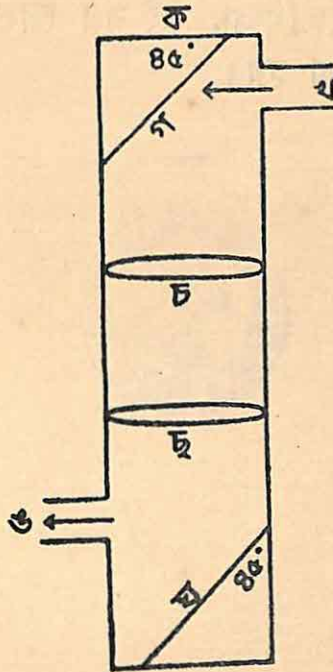
কর (ক)। ঐ বাক্সের গ স্থানে ৪৫° ডিগ্রী কোণ ক'রে একখানি আয়না বসাও। বাক্সটির নীচে ঘ স্থানেও অনুরূপ আর একখানি আয়না ৪৫° কোণ ক'রে বসাও। বাক্সের খ স্থানে থাকবে ফাঁক। ওখান দিয়ে বাইরের বিষয়বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়বে (গ) কাচের

ওপর। এখান থেকে সেটা আবার প্রতিবিম্বিত হয়ে পড়বে গিয়ে (ঘ) কাচের ওপর। বাক্সের (ঙ) স্থানে রাখতে হবে ফাঁক; এইটাই চোখ দিয়ে দেখবার পথ।

দেখবার জিনিসটা যদি বেশী দূরে থাকে এবং ওটাকে যদি খুব পরিষ্কার দেখবার দরকার হয়, তা'হলে বাক্সের (চ) ও (ছ) স্থানে দুইখানি ভাল লেন্স্ বসিয়ে নেওয়া দরকার।

সাবমেরিণ যখন জলের নীচে দিয়ে চলে, তখন ওপরে কি হচ্ছে, শত্রু ধাওয়া করছে কিনা, এই সব জানবার জন্য মধ্যে মধ্যে পেরিস্কোপ তুলে দেখা হয়।